Name in English and Bengali: Sharananngkar Chakma, শরনংকর চাকমা

ID No : 213012034

Group Member's Name in Bengali (if any):

Paste below this line: বজলুর রহমান, সাংবাদিক।

পৃথিবীতে অনেক কিংবদন্তি রয়েছেন তাদেরকে আমরা চিনেও চিনতে পারিনা। তারা রয়ে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবে তারা নিরবে দেশের কল্যাণে মানুষের উন্নয়নে নিরলস শ্রম দিয়ে গেছেন। এমন একজন লুকায়িত কিংবদন্তি হচ্ছেন বজলুর রহমান। তিনি ১৯৪১ সালের ৩ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার চরনিয়ামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেরপুর জেলার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫৬) পাস করেন এবং ময়মনসিংহ জেলার আনন্দমোহন কলেজ থেকে আইএ (১৯৫৮) পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি বরিশালের বজ্রমোহন কলেজ থেকে বিএ (১৯৬১) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

বজলুর রহমান ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী, রাজনীতিবিদ, শিশু-সংগঠক এবং মুক্তিযোদ্ধা। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার যেমন অতুলনীয় অবদান রয়েছে ঠিক তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে আজীবন অবদান রেখে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁর মাধ্যমে পত্র পত্রিকায় ফুটে উঠেছিল বাংলার মানুষের প্রতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যায়, অত্যাচার, বর্বরতা কথা। বাংলার শিশু থেকে সকল পেশার লোকের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসীম। বজলুর রহমান ১৯৬১ সালে দৈনিক সংবাদ-এর সহকারি সম্পাদক পদে যোগ দেন। ষাটের দশকে তিনি কিছুকাল দৈনন্দিন ইত্তেফাক-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক সংবাদে থাকাকালীন সময়ে তিনি শিশু সংগঠন খেলাঘর এর সভাপতি ছিলেন এবং সম্পাদনা করেন। এতে প্রকাশ পায় শিশুদের শিশুদের প্রতি তার অপার ভালোবাসা।

বজলুর রহমান ছিলেন একজন সংস্কৃতি ও রাজনীতিমনস্ক সাংবাদিক। তিনি সংবাদ জগতের নানা সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় যুক্ত হওয়ার পর তিনি অর্থনীতি বিষয়ে ব্যাপক লেখালেখি করেছিলেন। তাঁর রচিত বাংলাদেশের অর্থনীতির হালচাল: ১৯৭৪-১৯৮৭ (২০১০) একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ৩৯ নিবন্ধ স্থান পেয়েছে, যাতে আলোচিত হয়েছে তৎকালীন অর্থনীতির নানা সমস্যা। তিনি মনে করেন বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য। তাঁর মতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ এবং বিদেশের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব নয়। কেননা তার একটি উক্তিতে তিনি বলেছেন, "ভিক্ষার অন্নে পেট ও ভরেনা, মান ও বাচেঁ না।" দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় তিনি মনে করেন, "অসম্মানজনক চিরস্থায়ী মিসকিন

বৃত্তির বদলে মূলত নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয় অগ্রাধিকার কে সামনে রেখে স্বনির্ভর ও সুষম বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারলে", তবেই দেশ দারিদ্র্য মুক্তির দিকে এগোতে পারবে।

বজলুর রহমান আজীবন দেশ ও জনগণের সুখে-দুঃখে সাথে ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র সাপ্তাহিক একতার প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে বজলুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের আফ্রো-এশিয়া গণসংহতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং একইসাথে দৈনিক সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে যখন বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন হয় তখন তিনি এ পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বজলুর রহমান বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং এ সংগঠনের সহ-সভাপতি (১৯৮২-১৯৯০) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা বাংলাদেশ শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থার পরিচালনা পরিষদ এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলরের এর সদস্য নিযুক্ত (১৯৯৭) হন। ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেস কাউন্সিলরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

বজলুর রহমান বর্তমান তরুণ প্রজন্মের চোখে একজন কিংবদন্তি। তাঁর জীবনে আরোপিত সকল দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। স্বাধীনতা অর্জন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাঁর অবদান অতুলনীয়। বজলুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি একজন ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দেশ ও জনগণের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতেন। কিংবদন্তিতুল্য মহান মানুষটি আজ আর যদিও আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তার সুনিপুণ সৃষ্টি-কর্ম এবং সংগ্রামী জীবনকথা। তাঁর জীবন দর্শন ও সংগ্রামের পথ ধরে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে শামিল হওয়ায় হবে তার প্রতি সম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।